দৈনিক
ইনকিলাব

2 8 2008

যে কোন বিপর্যয়ের দায়িত্ব সরকারের

ব্র্যাক বা এনজিও কর্মীদের প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না

-চার শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রকারান্তরে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার গভীর চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে এ সংক্রান্ত পরিপত্র বাতিলের দাবীতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশ গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ পৃঃ ২ঃ কঃ ৭

ব্র্যাক বা এনজিও কর্মীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন গতকাল বিকেলে ১৩/১ তোপখানা সড়কে অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, যে কোন মূল্যে এ সংক্রান্ত পরিপত্র বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। তারা বলেন, ব্র্যাক বা কোন এনজিওর কোন কর্মীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুহঃ ওয়াহিদুজ্জামান মিঞা, সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, আবদুল খালেক, সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মুহাম্মদ সামসুল আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, হাফিজুর রহমান খান সভাপতি, কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বিপ্রে আসাদ উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মোঃ বদরুল আলম মৃকুল, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, নৃপেন্দ্র মোহন সাহা, মহাসচিব, বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, মাহবুবুল আলম, মহাসচিব, বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ৪টি সংগঠনের জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসের এই ষড়যন্ত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তার দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। এনজিও কর্মীদের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না- তাদের সকলকে প্রতিরোধ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত দাবীসমূহ:

● ৩০টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়কে এনজিও ব্র্যাক এর হাতে ন্যস্ত করার পরিপত্র বাতিল করতে হবে।

● বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যেমন, চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা, শিক্ষকদের দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে তাই সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের ৬০% মহার্ঘ ভাতাসহ বেতনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

● প্রাথমিক শিক্ষায় এক ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং সমযোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে বেতন বৈষম্য দূর করে সমতা ফিরিয়ে আনা

● কর্মরত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা

● প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদাসহ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।

● মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার ৮০% বিভাগীয় পদোন্নতির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন।

● শিক্ষকদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক দুই ধারায় পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ।

● অনতিবিলম্বে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

● নিয়োগ বিধি সংশোধন করে সমযোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দান।

আন্দোলন কর্মসূচী

আগামী ২৮/০৫/০৮ বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান।

● ১০, ১১ ও ১২ জুন ০৮ সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ, কোন এনজিও কর্মীকে (ব্র্যাক) বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

● ১২/০৬/০৮ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান এবং বিকাল ৩টায় যৌথ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলনের লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।